দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 1 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বনাম রেগুলেশন

প্রফেসর কাজী আবদুল লতিফ

এখন প্রশ্ন হলো 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' বিলটি পাস করতে যেয়ে মাননীয় সাংসদগণ 'অর্ডিন্যান্স'–এর স্থলে 'রেগুলেশন' শব্দটি ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান দৃশ্যত খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু বিদ্যমান রেগুলেশন শব্দটির কি হবে? এর স্থলে নতুন শব্দ সংযোজন করতে হলে দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই তা করতে হবে। কিন্তু পত্রিকার রিপোর্ট থেকে মনে হয় না যে এর কোনটাই করা হয়েছে।

গত ১৩ই অক্টোবর জাতীয় সংসদ অধিবেশনে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' বিলটি পাস হয়েছে। এ বিল নিয়ে আলোচনাকালে 'বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স' কথাটাই নাকি এক বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং মাননীয় সাংসদগণ দেড় ঘন্টা যুক্তিতর্ক, বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ ইত্যাদির পর ঠিক করেন যে, 'অর্ডিন্যান্স' জারি করার ক্ষমতা যেহেতু একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের তাই ''বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স' না বলে বলতে হবে 'বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন'। এভাবেই বিলটি পাস হয়েছে, যদিও 'রেগুলেশন' নামক একধরনের আইনের বিধান বিদ্যমান প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়েইরয়েছে।

বাংলাদেশে এর আগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯টি। এগুলোর বিদ্যমান আইনসমূহকে প্রধানত ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (ক) এ্যাক্ট (Act), (খ) স্ট্যাটিউট (Statute), (গ) বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ও (ঘ) রেগুলেশন।

এ্যাক্ট ঃ এ্যাক্ট হলো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংবিধান'স্বরূপ, যা প্রণয়ন করার বা এর কোনরকম পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতা একমাত্র দেশের পার্লামেন্টের এবং পার্লামেন্টের অবর্তমানে রাষ্ট্রপ্রধানের অধ্যাদেশবলেও তা হতে পারে আইনের চোখে যা এ্যাক্টেরই সমতুল্য, যেমনটি ঘটেছিল আইয়ুব আমলে (১৯৬১ সালে) 'অর্ডিন্যান্স' নামে এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর (এবং নতুনভাবে নির্বাচিত সংসদ কার্যভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত) 'অর্ডার' আখ্যা দিয়ে। এ্যাক্টে দিক–নির্দেশনা দেয়া থাকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব, ক্ষমতা, পরিচালনা পদ্ধতি, আর্থিক দায়দায়িত্ব, অর্থ যোগানের সূত্র ইত্যাদি বিষয়ে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব 'পালনে' বা দৈনন্দিন কার্য–পরিচালনায় যে ধরনের আইনকানুন প্রয়োগের প্রশ্ন আসে বা প্রয়োজনের নিরীখে মাঝে মধ্যে যেগুলোর পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন হয় এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাধারণত এ্যাক্টে থাকে না।

স্ট্যাটিউট ঃ স্ট্যাটিউট দ্বারা মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের এমনসব কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত হয় যেগুলো অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তদসংক্রান্ত আইনসমূহের ইচ্ছামাফিক পরিবর্তন বা সংশোধন কাম্য নয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত আইন স্ট্যাটিউট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেঃ

(ক) শিক্ষক, কর্মকর্তা–কর্মচারীদের চাকরিবিধি, নিয়োগ, দায়িত্ব ইত্যাদি;

(খ) সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অনুষদ ইত্যাদির গঠন পদ্ধতি, দায়িত্ব;

(গ) কোন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং এর পরিচালনা পদ্ধতি;

(ঘ) পেনশন, প্রভিডেন্ড ফান্ড সংক্রান্ত আইনকানুনইত্যাদি।

প্রাথমিক পর্যায়ে স্ট্যাটিউট প্রণয়ন বা এর কোন সংশোধনীর প্রস্তাব করার এখতিয়ার সিন্ডিকেটের, তবে সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হবার আগে তা কার্যকর হবে না। ১৯৭৩ সালের এ্যাক্টের আগে চ্যান্সেলর কর্তৃক সিনেটের সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হত এবং এখনো যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নেই (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর ছাড়া অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই সিনেটের বিধান নেই বলে আমার জানা) সেগুলোর ক্ষেত্রে চ্যান্সেলরই সেই ক্ষমতার অধিকারী।

বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সঃ সাধারণত এ্যাক্ট বা স্ট্যাটিউটে যেসকল বিষয়ের বিস্তারিত দিকনির্দেশনা থাকে না, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বা একাডেমিক কর্মকান্ডের পরিচালনায় যেসকল সুনির্দিষ্ট আইনের বিধান প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে স্বল্পতম সময়ে যেগুলোর সংশোধন বা পরিবর্তন প্রয়োজন, 'বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স' দ্বারা এই ধরনের আইনসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন শিক্ষাদান, গবেষণা, শিক্ষকের পদসৃষ্টি, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, ছাত্রভর্তি, পরীক্ষা পরিচালনা ইত্যাদি এবং আরো অনেক প্রশাসনিক বিষয়াদি। সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেটেই এই সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন বা এগুলোর পরিবর্তন/সংশোধন করে থাকে। এর জন্য সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।

রেগুলেশন ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থা বা অথরিটির (যেমন সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল অনুষদ ইত্যাদি) কার্যপরিচালনার জন্য যেসব বিধিমালার প্রয়োজন হয়, যেমন সভার কাজ কিভাবে পরিচালিত হবে, কতদিনের নোটিশে কোন্ ধরনের সভা ডাকা যাবে, কতজনের উপস্থিতিতে কোরাম হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব বিষয় রেগুলেশনের আওতায় আসে।

এখন প্রশ্ন হলো 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' বিলটি পাস করতে যেয়ে মাননীয় সাংসদগণ 'অর্ডিন্যান্স'–এর স্থলে 'রেগুলেশন' শব্দটি ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান দৃশ্যত খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু বিদ্যমান রেগুলেশন শব্দটির কি হবে? এর স্থলে নতুন শব্দ সংযোজন করতে হলে দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই তা করতে হবে। কিন্তু পত্রিকার রিপোর্ট থেকে মনে হয় না যে এর কোনটাই করা হয়েছে।

দেশের প্রশাসনিক প্রয়োজনে 'অর্ডিন্যান্স' জারি করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানকে দেয়া হয়েছে সত্য, এজন্য অর্ডিন্যান্স শব্দটি অন্য কোথাও ব্যবহার করা হলেই কি রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার সমতুল্য কিছু হয়ে যায়? ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থাটির নাম ছিল 'একজিকিউটিভ কাউন্সিল' (১৯৬১ সালে এই নাম পরিবর্তন করে সিন্ডিকেট করা হয়) এবং বর্তমান সিনেটের প্রায় সমতুল্য সংস্থাটির নাম ছিল 'কোর্ট'। এ জন্য তৎকালীন ভাইসরয়–এর উপদেষ্টা পরিষদ (যার নামও ছিল একজিকিউটিভ কাউন্সিল) বা দেশের কোর্টসমূহের নাম বা ক্ষমতার সঙ্গে কোনরকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়নি।

একটিমাত্র শব্দের ব্যবহারকে নিয়ে দেড় ঘন্টা বিতর্কের পর যে শব্দটি গ্রহণ করা হলো তা যে আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে বিদ্যমান সেদিকে মাননীয় সাংসদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো তখন কেউ ছিলেন না, তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। অথচ এই ফাঁকে এই এ্যাক্টের মধ্য দিয়ে একটি 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে কি ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনার চার্টার বিশ্ববিদ্যালয়টি পেল, তা কি মাননীয় সাংসদবৃন্দ খতিয়ে দেখেছেন?